JUN. 18 2001

দৈনিক ইনকিলাব

আহত ১৫ ❑ হলছাড়া ৩০ ❑ কক্ষ ভাঙচুর ১৫

গভীর রাতে ঢাঃ বিঃ হলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপর ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বেপরোয়া হামলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ নারায়ণগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গত শনিবার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া ও সূর্যসেন হলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের ওপর বেপরোয়া হামলা চালিয়েছে। সশস্ত্র ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদলের ঘুমন্ত নেতা-কর্মীদের ওপর অতর্কিতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। ছাত্রদলের ৩০ জন নেতা-কর্মীকে অস্ত্রের মুখে হলছাড়া করা হয়। ১৫টি কক্ষ ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগের বর্বরোচিত হামলায় আহত হয় কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী। নিরীহ ছাত্ররাও ছাত্রলীগের আক্রমণের শিকার হয়। বেপরোয়া হামলাকালে জিয়া হলে ১০/১২ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন হলে হামলা চালিয়ে ৮ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে মারধর করে বের করে দেয় এবং ১৫টি রুম ভাঙচুর করে। এছাড়া দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদল কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের তেমন অবস্থান নেই। বর্তমান সরকারের শাসনামলে একের পর এক সব হল থেকে ছাত্রদল কর্মীদের বের করে দিয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। শুধু জিয়া ও সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের কিছুসংখ্যক নেতা-কর্মী থাকতো। গত শনিবার রাতে নারায়ণগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর এদু'টি হল থেকে ছাত্রদলকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা নেয় ছাত্রলীগ। সেই অনুযায়ী রাত ১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে আসার পরপরই ছাত্রলীগ কর্মীরা জিয়া হল ও সূর্যসেন হলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। জিয়া হলে রিজভী, সাইফুল, জহির রায়হান, ফারুক, পাভেল, নাফা, প্রিন্স ও রানার নেতৃত্বে সশস্ত্র ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের অবস্থানরত কক্ষগুলোতে হামলা চালায়। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে ছিল কাটা রাইফেল, পিস্তল, হকিস্টিকসহ অত্যাধুনিক অস্ত্র। গভীর রাতে হামলার সময় ছাত্রদলের কর্মীরাসহ হলের সকল ছাত্রই যার যার কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল।

ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় জিয়া হলের ৩২৭, ৪০৭ ও ৪২৬ নম্বর রুমে হামলা চালিয়ে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন বাবলু, সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক জাভেদ হাসান, আতিয়ার রহমান, মামুন, শাওন, শাহীন, দেলোয়ার, সোহেল, জাহিদ, শামীম, সাগর ও সায়েমসহ ১৫ জন নেতাকর্মীকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্ব হল থেকে বের করে দেয়। এরা সকলেই পরনে যা ছিল তাই নিয়ে হলত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এদের কয়েকজনকে বেদম মারধর করে। ছাত্রলীগের বেপরোয়া হামলা থেকে রেহাই পেতে ছাত্রদল নেতা জাভেদ ও আতিয়ার হলের তিনতলা থেকে লাফ দিতে গিয়ে আহত হন। নিরীহ ছাত্ররাও ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়। 'ছাত্রদল দেখাও' অভিযানকালে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ১০/১২ রাউন্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। গোটা হলে সাধারণ ছাত্রদের মাঝে এ সময় ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদল কর্মীদের করুণ আর্তনাদে গভীর রাতে হল এলাকায় বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ ছাত্ররা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় হলের ৩২৬, ৩২৭, ৪০৭, ৪২৬, ৪২৭ ও ৪২৮ নম্বর রুমে ব্যাপক ভাঙচুর ও রুমের জিনিসপত্র তছনছ করে। ছাত্রদল কর্মীদের বই-খাতাও ক্যাডাররা পুড়িয়ে দেয়।

সূর্যসেন হলেও সমান তালে ছাত্রলীগের তাণ্ডব চলে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী [illegible] তারেক, টিটন, জয় ও মামুনের নেতৃত্বে সমস্ত ছাত্রলীগ ক্যাডার বিভিন্ন রুমে হামলা করে ছাত্রদলের ঘুমন্ত নেতাকর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় ছাত্রদল নেতা বেলায়েত, সানী ও সামছুলকে রড দিয়ে বেদম প্রহার করে হল থেকে বের করে দেয়। অস্ত্রের মুখে বিতাড়িত করা হয় সাঈদ, কামরুল, শাকিল, দিপু ও অপুসহ ১৫ জন ছাত্রদল নেতাকর্মীকে। হলের ১১১, ১২৫, ২০৭, ৪৫০, ৩১৫, ৩৩৪, ৪২০ ও ৫০১ নং রুমে ক্যাডাররা ভাঙচুর করে জিনিসপত্র লুটপাট করে।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলেও ছাত্রদল কর্মীদের কক্ষ ভাঙচুর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গতকাল সশস্ত্র পাহারা বসায়। 'ছাত্রদল কর্মীদের দেখলেই মারধর করতে হবে' – ছাত্রলীগের হাইকমান্ড থেকে এ নির্দেশ জারি করা হয়। ছাত্রলীগের এ জঙ্গী তৎপরতার কারণে গতকাল ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মীদের তেমন দেখা যায়নি।

পুলিশি তল্লাশি

নারায়ণগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের বাসায় বাসায় তল্লাশি চালায়। ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান নিউটনের মিরপুর ১ নম্বরস্থ বাসায় গভীর রাতে দুই গাড়ী সাদা পোশাকধারী পুলিশ হানা দেয়। নিউটনকে না পেয়ে পুলিশ তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী নৃশংসভাবে পিটিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের প্রেসিডেন্ট আশরাফুল আলম জুয়েলকে এবং রাতে হল থেকে বের করে দিয়েছে কামাল উদ্দিন হল শাখার প্রেসিডেন্ট মফিজ উদ্দীনকে। নারায়ণগঞ্জে বোমা হামলার খবর গত শনিবার রাত ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছানোর পর হলে হলে বিরোধী দলের ছাত্র নেতা-কর্মীদের ওপর চলে হামলা। গভীর রাতে আলবেরুনী হলে ৩০৪ নং রুম, কামাল উদ্দীন হলের ৪২৬ নং রুম তাৎক্ষণিকভাবে ভাঙচুর করে। এছাড়াও অন্যান্য হলসহ প্রায় ১৫টি রুম কমবেশী ভাঙচুর করে আওয়ামী ক্যাডারবাহিনী।

আলবেরুনী হলের ৪৩২ নং রুম ভাঙচুর করতে গিয়ে ছাত্রদলের সভাপতিকে হাতে পেয়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে এবং অন্যাদের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। জুয়েলের মাথা ফেটে যায়, সারাশরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। রক্তাক্ত অচেতন অবস্থায় জুয়েলকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তারগণ তাকে পিজি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। জুয়েল এখন আশঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে।

অপরদিকে কামাল উদ্দীন হল শাখার ছাত্রদলের প্রেসিডেন্ট মফিজউদ্দিনের রুম (৪২৬) ভাঙচুর করার পর রাতেই হল থেকে বের করে দিয়েছে। এছাড়া আরও ৭/৮ জন ছাত্রদল নেতাকর্মীকে মারধর করে হল থেকে বের করে দিয়েছে। সারা ক্যাম্পাস এখন গ্রীষ্মের বন্ধ থাকলেও পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কের মধ্যে আছে।

নিন্দা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুন্সি বজলুল বাসিত আঞ্জু এক যুক্ত বিবৃতিতে ১৬ জুন গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ছাত্রদল সমর্থিত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে আহত করার তীব্র নিন্দা জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় হলে হলে ছাত্রদল সমর্থকদের রুমে হামলা চালিয়ে বই-খাতা পুড়িয়ে টাকা-পয়সা লুটপাট চালিয়ে সাধারণ ছাত্রদের ভয়ভীতি দেখিয়ে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রসমাজ তা প্রতিহত করবে। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ নেতা জিয়া হলের আতিয়ার রহমান, জাভেদ মিয়া, শাওন, সুমন, জাহিদ, রাজু, সূর্যসেন হলের বেলায়েত, কামরুল, সানীকে মারাত্মক আহত করার তীব্র নিন্দা জানান। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি জনাব মনির হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম নয়ন নিন্দা জানিয়ে অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করেন।